The Daily Star
DHAKA SUNDAY FEBRUARY 28, 2016

১০ টি অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন কাজের শুভ উদ্বোধন

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৬ ফাল্গুন, ১৪২২
২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

বাণী

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)- এর উদ্যোগে দেশের প্রথম ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন কার্যক্রমের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।
আমরা ২০১০ সালে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন প্রণয়ন করে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করি। এর মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে ১০০ টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেই যা এক কোটি লোকের কর্মসংস্থান এবং আরও ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি বৃদ্ধি করবে।
২০২১ সাল নাগাদ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৮% পর্যন্ত উন্নীত করার সরকারি লক্ষ্যমাত্রা, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং বেজা'র ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় আমরা ইতোমধ্যে ৫৯টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের স্থান নির্ধারণ করেছি। দেশের উন্নয়নে বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপ ব্যবস্থার আওতায় জোন ডেভেলপার নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরকে নিজস্ব জমির উপর অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের অনুমতি দেয়া হয়েছে। অধিকন্তু বন্ধু রাষ্ট্রসমূহ বিশেষ করে চীন, জাপান ও ভারতের অনুরোধের প্রেক্ষিতে এ পর্যন্ত আমরা জি টু জি ভিত্তিতে ৪টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করতে সক্ষম হয়েছি।
২০০৯ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে ধারাবাহিকভাবে গড়ে ৬% এর উপর প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং গৃহীত বিভিন্ন নীতির ফলে বর্তমানে দেশে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ বিরাজমান। অর্থনৈতিক অঞ্চলের ডেভেলপার ও শিল্প ইউনিটগুলোর জন্য আমরা অত্যন্ত আকর্ষণীয় প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছি। এ সকল প্রণোদনার মধ্যে বিভিন্ন মেয়াদে কর অবকাশ, শুল্কমুক্ত আমদানি ও রপ্তানি, সহজ বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নীতিমালা রয়েছে যা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর তুলনায় বিনিয়োগ প্রণোদনা হিসেবে অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক বলে বিবেচিত। এছাড়াও আমাদের রয়েছে দক্ষ ও কার্যকর জনশক্তি যারা উৎপাদন কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম।
আমার বিশ্বাস দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীগণ এ দেশের দক্ষ ও সক্ষম জনশক্তি এবং সরকার ঘোষিত বিনিয়োগ প্রণোদনার সুযোগ গ্রহণ করে দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে বিনিয়োগে এগিয়ে আসবেন।
আমি ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কার্যক্রম, অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নে এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে বেজা'র প্রচেষ্টার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে অর্থনৈতিক অঞ্চলের ভূমিকা

অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধির হার প্রসারিত করা বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই মহতী উদ্যোগ গ্রহন করেছেন। বিগত ২০১০ সালে প্রণীত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইনের আওতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল মূলতঃ পশ্চাৎপদ এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রনের জন্য বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) স্থাপন করা হয়। অধিকন্তু, এই সংস্থা অর্থনৈতিক অঞ্চলে অগ্রয়ী ও পাশ্চাৎসংযোগ শিল্প স্থাপন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকার ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার যে মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, বেজা'র "ভিশন" পরিকল্পনায় শিল্প ও সেবাখাত উন্নয়নে তার সম্যক প্রতিফলন রয়েছে।

অর্থনৈতিক অঞ্চলের ভূমি ব্যবহারের নির্দেশিকাঃ

- রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় রপ্তানীমুখী শিল্পের জন্য নির্ধারিত;
- অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় দেশীয় বাজার চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের জন্য নির্ধারিত;
- বানিজ্যিক এলাকায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, ওয়ারহাউজ, অফিস বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত;
- প্রক্রিয়াকরণমুক্ত এলাকায় আবাসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিনোদন ইত্যাদির জন্য নির্ধারিত;

অর্থনৈতিক অঞ্চলের শ্রেনী বিন্যাসঃ

- দেশী-বিদেশী ব্যক্তি, গোষ্ঠি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারী ও বেসরকারী অংশীদারিত্বে প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক অঞ্চল;
- দেশী বা প্রবাসী বাংলাদেশী বা বিদেশী বিনিয়োগকারী, ব্যবসায়িক সংগঠন কর্তৃক একক বা যৌথভাবে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী অর্থনৈতিক অঞ্চল;
- সরকারী উদ্যোগে ও মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত সরকারী অর্থনৈতিক অঞ্চল;
- একই ধরনের বিশেষায়িত কোন শিল্প বা বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য, বেসরকারী বা সরকারী ও বেসরকারী অংশীদারিত্বে বা সরকারী উদ্যোগে, প্রতিষ্ঠিত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল;
- বাংলাদেশ সরকার বা তৎকর্তৃক মনোনীত কোন সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান এবং অন্য কোন দেশের সরকার বা তৎকর্তৃক মনোনীত অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, পরিচালনায় যোগ্য শিল্প উদ্যোক্তাদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক অঞ্চল;
- এক বা একাধিক সরকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পারিক সহযোগীতায় বা অংশীদারিত্বে প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক অঞ্চল;

প্রশাসনিক কাঠামোঃ

দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে দ্রুত বিনিয়োগ প্রসার, ব্যবসা বান্ধব বিধিমালা প্রণয়ন ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের জন্য দ্বি-স্তরের প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে বেজা গর্ভনিং বোর্ড অর্থনৈতিক অঞ্চলের স্থান নির্ধারনসহ যাবতীয় নীতিমালা প্রণয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে; নির্বাহী চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে বেজার নির্বাহী বোর্ড উক্ত সিদ্ধান্ত ও নীতিমালা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করছে।

বাস্তবায়ণ অগ্রগতিঃ

দেশে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন ও পরিচালন কৌশল নির্ধারণ একটি চলমান দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া।এই প্রক্রিয়ায় সুবিধাজনক স্থান নির্ধারণ (Viable Location), বিনিয়োগবান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন, প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা, ওয়ান স্টপ সার্ভিস নিশ্চিতকরণ ও বিনিয়োগ প্রচারণা কৌশল চিহ্নিতকরণ অপরিহার্য। বেজা গর্ভনিং বোর্ড ইতোমধ্যে ৪৬ টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের স্থান নির্ধারণ ও জমির পরিমান অনুমোদন করেছে। তন্মধ্যে ৩৭ টি জোন সরকারী- বেসরকারী অংশীদারিত্বে, ক্ষেত্রবিশেষে বেজার একক উদ্যোগে বাস্তায়িত হবে এবং ৯ টি জোন বেসরকারী উদ্যোক্তাগণ বাস্তবায়ন করবেন। এতদ্ব্যতিত, অর্থনৈতিক অঞ্চল সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক স্থান নির্ধারণ কমিটি দুইটি বেসরকারী অর্থনৈতিক অঞ্চলসহ আরও ১৩ টি জোন অনুমোদন চুড়ান্ত করেছে। নির্ধারিত এইসকল জোনের মধ্যে মিরসরাই ও ফেনীর উপকূলীয় এলাকায় প্রায় ৩০,০০০ একর জমির উপর মিরসরাই ও ফেনী অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপিত হবে। প্রথম পর্যায়ে ১৩,০০০ একরের অধিক জমি বন্দোবস্ত গ্রহণের মাধ্যমে মিরসরাই জোনের অফ সাইট অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। এই মেঘা জোনে পর্যায়ক্রমে বন্দর, এলএনজি টার্মিনাল, বানিজ্যিক কেন্দ্রসহ বহুমাত্রিক শিল্প-বানিজ্য কেন্দ্র স্থাপিত হবে।বিভিন্ন সংস্থার নির্ভরযোগ্য জরীপে দেখা যাচ্ছে যে, ফেনী ও মেঘনা নদী বিধৌত মিরসরাই, ফেনী ও নোয়াখালীর উপকূলীয় এলাকা প্রতিবৎসর আধা কিলোমিটার এর অধিক বর্ধিত হচ্ছে। ফলে উদীয়মান পুরো এলাকায় দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সৃষ্টির প্রয়াসে বেজা মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করছে। মিরসরাই এর ৫৫০ একর জমির উপর জোন স্থাপনে ডেভেলপার নিয়োগের ৩টি দরপত্র পাওয়া গিয়েছে যা মূল্যায়ন চলছে। তাছাড়া একটি চীনা প্রতিষ্ঠান কয়লা ভিত্তিক ১,৩২০ মেঘাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষর করেছে। মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলের পাশাপাশি অপর উদীয়মান অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপিত হচ্ছে চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত আনোয়ারা উপজেলায়। আনোয়ারা অর্থনৈতিক জোনের অবস্থান কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মীয়মান টানেলের এক্সেস রোডের পার্শ্বে। উক্ত এলাকায় ৭৭৪ একর জমির উপর চীনা বিনিয়োগকারীদের জন্য জি টু জি ভিত্তিতে ১ম অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এছাড়া সরকার মহেশখালী উপজেলার ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু চরভরাট এলাকায় একাধিক অর্থনৈতিক অঞ্চলসহ গভীর সমুদ্র বন্দর, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, এলএনজি টার্মিনাল, পর্যটন কেন্দ্র, ব্যবসা কেন্দ্র নির্মাণের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করছে।এ লক্ষ্যে একটি উচ্চ পর্যায়ের সরকারী কমিটি সম্পূর্ন মহেশখালী উপজেলার *Land Use Plan* বেজা'র তত্বাবধানে তৈরী হচ্ছে। তাছাড়া সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে স্থাপিতব্য প্রথম জোন মংলা অর্থনৈতিক অঞ্চলের অফ সাইট অবকাঠামো নির্মাণ কাজ জুন ২০১৬ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে। বেসরকারী উদ্যোগে স্থাপিতব্য অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহের অগ্রগতি অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। এসকল জোনের মধ্যে মেঘনা ইকোনমিক জোন ও মেঘনা ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন ভূমি উন্নয়নসহ শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কাজ শুরু করেছে। আবদুল মোনেম অর্থনৈতিক অঞ্চল ও একেখান অর্থনৈতিক অঞ্চল জমি উন্নয়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ ত্বরান্বিত করছে।

প্রণোদনা প্যাকেজঃ

অর্থনৈতিক অঞ্চলে দেশী বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ছাড়াও নানাবিধ প্রণোদনা প্যাকেজ (*Incentive Package*) ঘোষণা করা প্রয়োজন। দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে প্রতিযোগীতামূলক আবহ সৃষ্টির জন্য বেজা গর্ভণিং বোর্ড জোন ডেভেলপার ও শিল্প ইউনিটগুলোর জন্য আলাদা প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। এ সকল প্রণোদনার মধ্যে কর অবকাশ, ওয়ারহাউজিং ষ্টেশন ঘোষণা, শুল্কমুক্ত আমদানী, ক্রয়ের উপর ভ্যাট মওকুফ, মূলধন ও লভ্যাংশ প্রত্যাবাসন সুবিধাসহ বহুবিধ প্রণোদনা বিদ্যমান রয়েছে।

প্রণোদনা চিত্র

INCENTIVES TO UNIT INVESTORS
- No Ceiling on FDI
- Sub-contracting allowed
- Repatriation of Cap.& Div.
- 50% Tax Exemption on Expt. Salary
- Share Transfer allowed
- Joint Venture allowed
- Sale To EOI in DTA allowed
- 80% VAT Exemption on Elect.

INCENTIVES TO UNIT INVESTORS
- 10 Years Tax Holiday
- Duty Free Import
- Duty Free Import of Vehicles
- Work Permit to Foreigners
- Tax Exemption on Royalty
- Tax Exemption on Capital Gain
- EZ Declared as Custom Bond

INCENTIVES TO DEVELOPER
- 10 Years Tax Holiday
- VAT Exemption on Local Purchase
- Exemption from Custom Duty
- VAT Exemption on Electricity
- Exemption from Stamp Duty
- Exemption from Registration fees
- Exemption from Dividend Tax

ওয়ান স্টপ সার্ভিসঃ

প্রণোদনার পাশাপাশি বেজা গভর্ণিং বোর্ড অর্থনৈতিক অঞ্চলের বিনিয়োগকারীদের জন্য কার্যকর ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। বেজা ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন জোনসমূহে *One Stop Service Desk* চালু করা হবে। এই প্যাকেজের আওতায় ট্রেড লাইসেন্স, নিবন্ধন, শিল্প স্থাপন অনুমতি, আমদানী রপ্তানী অনুমতি, উপযোগ সুবিধাদি সহায়তাসহ বিনিয়োগকারীদের প্রয়োজনীয় সার্বিক বিষয়ে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা হবে।

অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন সহায়ক বিধি বিধানঃ

বেসরকারী উদ্যোক্তা তথা ডেভেলপারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের প্রক্রিয়া বাংলাদেশে নতুন। তবে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এই প্রক্রিয়া সফলভাবে কার্যকর হয়েছে এবং হচ্ছে। জোন ডেভেলপার আকৃষ্টকরণের উপযোগী বিধিমালা বা নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। বেজা গভর্ণিং বোর্ডের সিদ্ধান্ত ও সুপারিশক্রমে সরকার বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (ডেভেলপার নিয়োগ, ইত্যাদি) বিধিমালা,২০১৪ এবং বাংলাদেশ বেসরকারী অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতি,২০১৫ চুড়ান্ত করেছে। ইতোমধ্যে প্রণোদনা সংশ্লিষ্ট সরকারী আদেশ (*SRO*) সমূহ জারী করা হয়েছে।

বিনিয়োগ উন্নয়ন প্রচারনাঃ

বিনিয়োগ উন্নয়ন প্রচারনায় বেজা নানাবিধ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। যেসকল দেশে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করা হয়েছে, সে সমস্ত দেশে অভিজ্ঞতা ও চলমান বস্তবতা দেখার জন্য এবং সে বিষয়ে বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্টকরনে বেজা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে ও বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রেরণ করেছে। এ সফর সমূহে বেজাসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ হাজির থেকে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের অর্থনৈতিক অঞ্চল তথা বাংলাদেশে বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করছেন। দেশের অভ্যন্তরেও বিভিন্ন পর্যায়ে রোড শো এবং টিভি প্রচারনার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের অবহিত করা হচ্ছে। তাছাড়া, নির্বাহী চেয়ারম্যান প্রতিনিয়ত দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সাথে সভায় মিলিত হয়ে অর্থনৈতিক অঞ্চল সংক্রান্ত কর্মসূচী অবহিত করছেন।

উন্নয়ন সহায়তা ও পরিবীক্ষণঃ

দেশে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন প্রচেষ্টায় সরকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় অর্থ বরাদ্দ করছে। তাছাড়া দেশের অনগ্রসর এলাকার পতিত খাস জমি নাম মাত্র মূল্যে বেজার নিকট বন্দোবস্ত প্রদান করা হচ্ছে। এ সকল এলাকার উন্নয়নের জন্য সরকার প্রাধিকার ভিত্তিতে অফ-সাইট অবকাঠামো নির্মাণ করছে। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রতিনিধিদের সাথে সার্বক্ষনিকভাবে অর্থনৈতিক অঞ্চল সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো উন্নয়নের অগ্রগতি মনিটরিং করছেন। সরকারের পাশাপাশি বিশ্ব ব্যাংক, ডিএফআইডি ও জাইকা বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে জোন এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন ও বেজার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সহায়তা দিচ্ছে।

উপসংহারঃ

বিগত এক বৎসর বা তার কিছু বেশী সময়ের মধ্যে বেজার আওতাধীন প্রকল্পসমূহের যে পরিমান অগ্রগতি হয়েছে, এধারা অব্যাহত থাকলে আগামী পাঁচ বৎসরে অন্তত: ১৫টি অর্থনৈতিক অঞ্চল পরিপূর্ণভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। আশা করা যায়, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ অতি দ্রুত কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে অবদান রাখতে পারবে।

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৩১ জানুয়ারি, ২০১৬

বাণী

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)- এর উদ্যোগে দেশে ১০ (দশ) টি অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত।
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। দেশে বিনিয়োগ আবহ সৃষ্টি করার জন্য সরকার অর্থনৈতিক অঞ্চল ডেভেলপার ও শিল্প বিনিয়োগকারীদের জন্য আলাদা প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। প্রণোদনা প্যাকেজ চূড়ান্ত করার পূর্বে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিশেষতঃ এশিয়ার দেশসমূহে প্রদত্ত প্রণোদনাসমূহ পর্যালোচনা করে সর্বাপেক্ষা প্রতিযোগিতামূলক প্রণোদনা প্যাকেজ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের মাধ্যমে দেশের অনগ্রসর ও প্রত্যন্ত এলাকার উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে আমরা অনুন্নত এলাকার পতিত ও অব্যবহৃত সরকারি জমি বেজা'র অনুকূলে বরাদ্দ দিচ্ছি। অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিনিয়োগকারীদের জমি পাওয়ার জটিল সমস্যা থেকে উদ্ধার করা। আমরা আশা করি এ ধরণের অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করলে বিদেশী বিনিয়োগকারীরাও উৎসাহিত হবে।
আমি বেজা'র উদ্যোগের সাফল্য কামনা করছি।

(আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি)

মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৯ মাঘ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ
১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

বাণী

দেশে ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রমেনর শুভ সূচনা উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ স্মরণিকা প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ সৃজনশীল প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন রইল।
২০২১ সালের মধ্যে শিল্পসমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে দেশব্যাপী জ্ঞানভি-ত্তিক সবুজ শিল্পায়নের ধারা বেগবান করা জরুরি। বিশেষ করে, এলাকাভিত্তিক শিল্প সম্ভাবনা কাজে লাগাতে সরকারি/বেসরকারি /সরকারি-বেসরকারি/ সরকারি-সরকারি যৌথ বিনিয়োগ মডেলে পরিকল্পিত শিল্পায়ন উদ্যোগ প্রয়োজন।
এ বাস্তবতা বিবেচনা করে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) দেশি-বিদেশি বিনিয়োগে দেশব্যাপী পরিকল্পিত শিল্পায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। এ প্রতিষ্ঠান আগামী ১৫ বছরের মধ্যে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করে ১কোটি লোকের নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি অতিরিক্ত ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। ইতোমধ্যে গুনগত শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অভিযাত্রায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ প্রশংসনীয় অবদান রেখেছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ নেতৃত্বে আগামী দিনে এ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা আরো জোরদার হবে বলে আমার বিশ্বাস।
শিল্পায়নের ক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয় সব সময় ক্যাটালিস্টের ভূমিকা পালন করে থাকে। অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতেও বিশ্বমানের শিল্প-কারখানা স্থাপন, রপ্তানি পণ্য বৈচিত্রকরণ, কর্মপরিবেশ সুরক্ষা ও পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নের ধারা বেগবান করার ক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সম্ভব সব ধরনের নীতি সহায়তা অব্যাহত থাকবে।
আমি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অভিযাত্রা জোরদারে বেজা'র সকল সৃজনশীল কর্মকান্ডের সাফল্য কামনা করছি।

আমির হোসেন আমু, এম.পি

মন্ত্রী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৩১ জানুয়ারি, ২০১৬

বাণী

রপ্তানিখাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে রপ্তানি কার্যক্রমকে যুগোপযোগী ও সহজীকরণ করার লক্ষ্যে নতুন রপ্তানি নীতি ২০১৫-২০১৮ প্রণয়নসহ রপ্তানি আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বহুমূখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ ইকোনমিক জোনস অথরিটি (বেজা) আগামী ১৫ বছরে অর্থনৈতিক অঞ্চল থেকে ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে, যা রপ্তানিনীতির উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। আগামী ১৫ বছরে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের মাধ্যমে বেজা নির্ধারিত নিজস্ব রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হবে মর্মে আমি আশাবাদী।
উন্নত এলাকার পাশাপাশি অনগ্রসর এলাকা সমূহে অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলে সুষম ও ভারসাম্যমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উৎপাদন ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়ে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করার পাশাপাশি আভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণ দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম নিয়ামক। দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধির জন্য প্রচলিত পণ্যের পাশাপাশি রপ্তানি পণ্যের বহুমূখী করণের লক্ষ্যে সেক্টর ভিত্তিক বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন এখন সময়ের দাবি, যা বেজার কর্মপরিকল্পনায় অগ্রাধিকার পাচ্ছে।
বিনিয়োগ উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় নতুন রপ্তানি বাজার অন্বেষণ ও বিদ্যমান বাজার সমূহের সম্প্রসারনের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্যের বর্তমান চাহিদার প্রসার ঘটিয়ে দেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়নে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে মর্মে আমি আশা করি।
অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের ধার্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জণের প্রথম ধাপ হিসেবে ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বিশ্ববাজারে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল সমূহের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত ও সম্প্রসারণে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সার্বিক সহযোগীতা অব্যাহত রাখবে।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

(তোফায়েল আহমেদ, এমপি)

মন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
(যেখানে আপনার একটি স্বপ্ন আছে)
৩১ জানুয়ারি, ২০১৬

বাণী

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)- এর উদ্যোগে দেশে ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দেশে শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও রপ্তানী বৃদ্ধির মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে, বেজা অতি অল্প সময়ের মধ্যে এর উদ্যোগসমূহকে দৃশ্যমান বাস্তবতায় রূপ দিয়ে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনে সমর্থ হয়েছে।
অনগ্রসর এলাকার আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন দেশের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কাজেই, অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের ক্ষেত্রে দেশের অনগ্রসর এলাকাকেও বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। এর ফলে অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এ পথযাত্রায় অংশীদার হতে পারবে। বেজা'র সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা অব্যাহত রাখা হবে।
আশা করি দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীগণ বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হবেন। আমি বেজা'র উদ্যোগসমূহের সাফল্য কামনা করি।

আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ. এমপি

মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২১ মাঘ, ১৪২২
০৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬

বাণী

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এর নিয়ন্ত্রণাধীন ১০ (দশ) টি অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এ বিশাল কর্মযজ্ঞের সংবাদে আমরা আনন্দিত এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।
দেশে পরিবেশ বান্ধব শিল্পায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে ২০১০ সালে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি করা হয়। ইতোমধ্যে স্থাপিত রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় শুধুমাত্র রপ্তানীমুখী শিল্প স্থাপনের সুযোগ ছিল। কিন্তু চীনসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে স্থাপিত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের অভিজ্ঞতা এবং রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় শুধুমাত্র রপ্তানীমুখী শিল্পস্থাপনের সীমাদ্ধতা বিবেচনায় নিয়ে বহুমাত্রিক শিল্পায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগকারীদের সরকার অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন এবং শিল্প স্থাপন উভয় ক্ষেত্রেই বিভিন্ন আকর্ষণীয় প্রণোদনা প্যাকেজ প্রদান করছে। একই সাথে জোন এলাকায় ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে কার্যকর "ওয়ান স্টপ"সেবা কার্যক্রম চালু করতে যাচ্ছে।
সরকার ইতোমধ্যে ৮ (আট) টি বেসরকারি জোনসহ মোট ৪৬ (ছেচল্লিশ) টি অর্থনৈতিক অঞ্চল অনুমোদন করেছে এবং আরো ১৩ (তের) টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। এ সকল অর্থনৈতিক অঞ্চল পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ, জিটুজি, বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল, ব্যক্তি উদ্যোগ, সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা এবং সরকারী উদ্যোগে বাস্তবায়িত হবে। সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের সমন্বয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত পাক্ষিক সভায় অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহের বাস্তবায়ন মনিটরিং করা হচ্ছে। আমি আশা করছি বেজা কয়েকটি অর্থনৈতিক অঞ্চলে চলতি বছরেই পূর্ণ মাত্রায় শিল্প স্থাপন প্রক্রিয়া শুরু করতে পারবে।
আমি ১০ (দশ) টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কার্যক্রম, জোন ডেভেলপার, বিনিয়োগকারীগণ এবং বেজা'র সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ আবুল কালাম আজাদ)
মুখ্য সচিব